পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ
খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৩য় বর্ষ ‖ ৩য় সংখ্যা ‖ ১৭ জুন ২০১২ ‖ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ‖ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১০ email: jatiodak@gmail.com

পার্বত্য ভূমি কমিশনের একতরফা ও অবৈধ শুনানী বাতিলের দাবি

ভূমি কমিশন অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রশাসনের বাধার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে ২১ ঘন্টার সড়ক অবরোধ পালিত, আটক ২

খাগড়াছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ডাকে ২১ ঘন্টার সড়ক অবরোধ র‍্যাব-পুলিশের ব্যাপক বাধার মুখেও সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়েছে। গত ১০ জুন রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং ১১ জুন সোমবার সকাল-সন্ধ্যা এ সড়ক অবরোধ পালিত হয়। অবরোধের কারণে খাগড়াছড়ি জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে দূরপাল্লা ও আভ্যন্তরীণ সড়কে কোন যান চলাচল করেনি। অবরোধ চলাকালীন পুলিশ এক ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ ২ জনকে আটক করেছে।

পার্বত্য ভূমি কমিশনের একতরফা ও অবৈধ শুনানী বাতিল, প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি এবং কমিশন আইনের বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধনের দাবিতে খাগড়াছড়িতে ভূমি কমিশন অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রশাসনের বাধার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে যুব ফোরাম এ সড়ক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

প্রথম দিনের ৯ ঘন্টার অবরোধ চলাকালীন পুলিশ স্বনির্ভর বাজারের লন্ড্রি দোকানদার অংসে মারমা(২৭) পিতা উচাউ মারমা নামে এক ব্যক্তিকে বেদম লাঠিপেটা করে আহত করে। এছাড়া পুলিশ লোটন চাকমার ডেকোরেটর দোকান ভাঙচুর করে এবং বাচ্চু মনি চাকমা নামে এক বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। পুলিশ দফায় দফায় পিকেটারদের ধাওয়া করে এবং তাদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। পরে স্বনির্ভর ও নারাঙহিয়া এলাকায় র‍্যাবের সদস্যরা হানা দিয়ে পিকেটারদের ধাওয়া করে। এ সময় র‍্যাব-পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতিতে এলাকায় আতঙ্ক দেখা দেয়।

র‍্যাব-পুলিশের বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিরোধ: অবরোধের দ্বিতীয় দিন সোমবার সকাল ১০টার দিকে র‍্যাব ও পুলিশ খাগড়াছড়ি সদরের দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকায় সাধারণ লোকজন ও পিকেটারদের ধাওয়া করে এবং পিকেটারদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

খাদেমুলের গাড়িতে গোবর ও জুতা-সেন্ডেল নিক্ষেপ

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীর গাড়িতে গোবর ও পরিত্যক্ত জুতা-সেন্ডেল নিক্ষেপ করে এক তরফা ও অবৈধ শুনানী কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। ২য় পাতায় দেখুন

পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের ৪টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের পাইঅং পাড়ায় সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের ৪টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গত ১০মে বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে সেটলাররা পাইঅং পাড়ার বাসিন্দা কমলসিং ত্রিপুরা ও তার পার্শ্ববর্তী ৩টি জুম ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কয়েক মাস পূর্বে কমলসিং ত্রিপুরা নিজ ভোগদখলীয় জায়গায় নতুন ঘর নির্মাণ করেছিলেন।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে উল্টাছড়ি ইউনিয়নের আলী নগর ও রসুলপুর গ্রামের সেটলার মো: রশু মিয়ার পুত্র মো: মানিক মিয়া, রসুলপুর গ্রামের মো: আব্বাছ মিয়ার পুত্র মো: আনোয়ার, মো: সহিদ খানের পুত্র মো: ফজলু মিয়া ও মো: আব্দুল করিম ও কমলসিং ত্রিপুরার ভোগ দখলীয় জায়গাটি বেদখল করতে তাকে নানা হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে। উক্ত জায়গাটি দীর্ঘ বছর ধরে কমলসিং ত্রিপুরা ভোগ দখল করে আসছে এবং সেখানে তার লাগানো বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বাগান রয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে গত ১১ মে শুক্রবার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পানছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করে। বিকাল ৪টায় পানছড়ি কলেজ গেট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে পানছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বাস স্টেশন এলাকায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সুমেধ চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পরম বিকাশ ২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী খাগড়াছড়িতে পালিত হয়েছে। গত ২০ মে রবিবার সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর মাঠে বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা। এ সময় এক ঝাঁক শিশু বেলুন উড়িয়ে দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। এরপর দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা ও সচিব চাকমা দলীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র র‍্যালি

উদ্বোধন শেষে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, ২য় পাতায় দেখুন

গঙ্গারাম দোর-এ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি তল্লাশি

গত ২ মে ২০১২ বাঘাইহাট সাব জোনের একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল সেনা সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম দোর-এ যায়। এ সময় সেনারা গঙ্গারাম দোরের কার্বারী জ্যোতিলাল চাকমা (৫৪) পিতা মৃত গোলক চান চাকমা ও মিলন চাকমা (৩৫) পিতা শিশির চাকমার বাড়ি তল্লাশি করে। মিলন চাকমার স্ত্রী রিতা চাকমা জানান, সেদিন ২ গাড়ি আর্মি এসে যাত্রী ছাউনীর পাশে থামে। পরে আর্মিরা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর সেনা কমান্ডারটি বাড়িতে ঢুকতে পারবো কিনা আমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি চায়। আমার স্বামী অনুমতি দেয়ার পর সেনারা বাড়ির ভিতর ঢুকে তল্লাশি চালায়। এ সময় আমার বাড়িতে থাকা পাড়ার দুই যুবককেও সেনারা নাম গ্রাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। তল্লাশির পর বাহিনী কোন কিছু না পেয়ে সেনারা পরে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

ঘিলাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৮ নিরীহ ব্যক্তি মারধরের শিকার

রাঙামাটি প্রতিনিধি: রাঙামাটির নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নে ৮ নিরীহ ব্যক্তি সেনাবাহিনী কর্তৃক মারধরের শিকার হয়েছেন এরা হলেন সুরিদাস পাড়ার বাসিন্দা দেব চাকমা (২৫) পিতা প্রশান্ত চাকমা, বিমল চাকমা (২৬) পিতা বসন্ত চাকমা, রনু চাকমা (৩৮) পিতা নিশি কুমার চাকমার, আশাপূর্ণ চাকমা (২৮) পিতা শান্তি রঞ্জন চাকমা, শঙ্কর চাকমা (৩২) পিতা শিয়া রঞ্জন চাকমা, গোপাল চাকমা (৩৫) পিতা শিয়া রঞ্জন চাকমা এবং সোয়া পাড়ার বাসিন্দা চিজিমনি চাকমা (৩২) পিতা প্রফুল্ল চাকমা ও পূর্ণিমা চাকমা(২৮) পিতা হোপেময়া চাকমা।

জানা যায়, গত ২৮ মে সোমবার বিকাল সোয়া চার টার সময় ঘিলাছড়ি আর্মি ক্যাম্প থেকে ওয়ারেন্ট অফিসার(সুবেদার) মো: খায়ের (২৪ বীর) এর ২য় পাতায় দেখুন

কাপ্তাইয়ে পাহাড়ি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধের আহ্বান ইউপিডিএফের

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় পাঁচ শতাধিক পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউপিডিএফ।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক ধ্রুব জ্যোতি চাকমা গত ৩০ এপ্রিল সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, ওয়াগ্গা চা বাগান কর্তৃপক্ষ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দীর্ঘ দিন ধরে কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ১০০ নম্বর মৌজার নোয়াপাড়া, নুনছড়ি মারমা পাড়া, দোলোখ্যা ও বড়ইছড়ি মারমা পাড়ার কয়েক হাজার একর জমি দখলের উদ্দেশ্যে পাঁচ শতাধিক পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। এ জন্য গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলাও দেয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, পাহাড়িরা উক্ত এলাকায় শত শত ২য় পাতায় দেখুন

বর্মাছড়ি থেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক নিরীহ ব্যক্তি গ্রেফতার

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন বর্মাছড়ি ইউনিয়নের দেওয়ান পাড়া থেকে বর্মাছড়ি ক্যাম্পের সেনারা এক নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম শান্তিময় চাকমা ওরফে লুধমনি (২৮), পিতা মৃত নতুন কুমার চাকমা। তিনি দিন মজুরী করে দিনযাপন করেন।

জানা যায়, গত ১৯ মে শনিবার রাত ১১টার সময় বর্মাছড়ি ক্যাম্পের সেনারা দেওয়ান পাড়া গ্রামে হানা দেয়। এ সময় সেনারা শান্তি প্রিয় চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বর্মাছড়ি ক্যাম্প থেকে তাকে লক্ষীছড়ি জোনে নেয়ার পর সকালে থানায় হস্তান্তর করা হয়। সেখান থেকে পরদিন তাকে বোরকা নেতা অনিল চাকমার হত্যার মামলায় জড়িয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়। তিনি বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলে অন্তরীণ রয়েছেন।

বান্দরবানে ইউপিডিএফ নেতা

শেষ পাতার পর

সন্ত্রাসীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাসহ ১৬ জনকে আসামি করে জেএসএস-এর পক্ষ থেকে বান্দরবান সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ তাদেরকে কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করে।

বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ও জলমনি তঞ্চঙ্গ্যাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভ পালন করে। খাগড়াছড়ির জেলা সদর সহ পানছড়ি, মহালছড়ি, দিঘীনালা, গুইমারা এবং রাঙামাটি জেলার কুতুকছড়ি, বাঘাইছড়ি ও নান্যাচর উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে অবিলম্ব ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ও জলমনি তঞ্চঙ্গ্যার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানানো হয়।

জামিনে মুক্তি লাভ

বান্দরবান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলি আক্কাস তাদের জামিন মঞ্জুর করলে গত ১৩ মে তারা জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ্যাডভোকেট আমিনুর রশিদ তাদের জামিন পরিচালনা করেন।

তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নং-জি আর-১২৩ ধারা-১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭(৩৪) দঃবি, তারিখ ১১ মে ২০১২।

খাদেমুলের গাড়িতে গোবর

১ম পাতার পর

গত ৯ জুন শনিবার দুপুরে খাগড়াছড়ি আসার পথে তিনি জনতার রোষানলে পড়েন। বিক্ষুব্ধ জনতা গুইমারা, মাটিরাঙ্গা, আলুটিলা ও খাগড়াছড়ি সদরের ফায়ার সার্ভিস এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় তার গাড়িকে লক্ষ্য করে গরুর গোবর ও পরিত্যক্ত জুতা-সেন্ডেল নিক্ষেপ করে এবং জুতার মালা পরিহিত কুশপুত্তলিকা প্রদর্শন করে। পরে দুপুর ১২টার দিকে কড়া পুলিশ প্রহরায় তিনি খাগড়াছড়িতে এসে পৌঁছেন।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও দাবি দাওয়াকে উপেক্ষা করে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এক তরফা ও অবৈধ শুনানী কার্যক্রম পরিচালনা করায় গত ২৩ ও ২৪ মে লাগাতার ৩৬ ঘন্টা সড়ক অবরোধ শেষে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। এরপর এই প্রথম তিনি জনতার রোষানলে পড়লেন।

পানছড়িতে পাহাড়িদের ৪টি বাড়িতে

১ম পাতার পর

ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা অবিলম্বে অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত কমলসিং ত্রিপুরাকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

বাড়িতে অগ্নিসংযোগের পর মামলা করতে চাইলে উল্লিখিত সেটেলাররা তাকে নানা হুমকি দিয়েছে বলে কমল সিং ত্রিপুরা জানান। তারপরও তিনি গত ১২মে পানছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-০২, ১১/০৫/২০১২, ধারা- ৪৩৬/৫০৬/৩৪ পেনাল কোড।

এছাড়াও তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বরাবরে একটি লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোষীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সেটেলাররা আবারো তার দখলীয় জায়গাটি বেদখল করতে হামলা চালাতে পারে বলে কমলসিং ত্রিপুরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের শুনানী বন্ধের দাবি

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসিত খীসা এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের এক তরফা শুনানীকে প্রহসন আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

'কমিশনের শুনানীর উদ্দেশ্য হলো বহিরাগত সেটেলারদেরকে স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্তকে বৈধতা দেয়ার ষড়যন্ত্র' মন্তব্য করে তিনি বলেন, শুনানীর আগে ভূমি কমিশন আইনের অগণতান্ত্রিক ও বিতর্কিত ধারাসমূহ সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে।

তিনি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামকে একটি বিশেষ মহলের ক্রীড়নক বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, তার স্বেচ্ছাচারী, পক্ষপাতমূলক ও বিতর্কীত আচরণের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো জটিল রূপ নিচ্ছে।

ইউপিডিএফ নেতা অবিলম্বে খাদেমুল ইসলামকে অপসারণের দাবি জানান এবং বলেন তার এক তরফা ও বিতর্কীত শুনানী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কখনোই মেনে নেবে না।

খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র ২৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

১ম পাতার পর

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি আপ্রুসি মারমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা সমাবেশ পরিচালনা করেন। সমাবেশে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলা, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও সংগঠনের নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশ শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী অর্কিড চাকমা। শোক প্রস্তাব শেষে সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সমাবেশে সচিব চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশের একটি নিপীড়ন-নির্যাতন ও অত্যাচারিত অঞ্চল। এখানে প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। ভূমি বেদখলের মাধ্যমে পাহাড়িদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সকল নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতিবাদ ও দাবি-দাওয়াকে উপেক্ষা করে সেতুমন্ত্রীকে পাঠিয়ে চট্টগ্রামে পাঠানো করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে বাঙালি বানিয়েছে। শেখ মুজিবের বাঙালি বানানোর ঘোষণাকে তার কন্যা শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপিও জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এবং মেনে নেবে না। সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগণকে ইউপিডিএফ-এর আদর্শকে বুকে ধারণ করে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া আমাদেরকে অধিকার দেবে না। আমাদের অধিকার আমাদেরকে আদায় করে নিতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া অধিকার পাওয়া যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায় না হলে ভবিষ্যতে পাহাড়িদের অস্তিত্ব রক্ষা করা যাবে না।

তিনি বলেন, সন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার না করে ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানিয়ে সরকারী নীল নক্সা বাস্তবায়ন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি জনগণের কাতারে এসে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামকে অপসারণের দাবি জানিয়ে বলেন, এই ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবি-দাওয়াকে অগ্রাহ্য করে নিজ ক্ষমতাবলে ভূমি সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছেন। যা সমাধানের পরিবর্তে জটিলতা তৈরি করছে। তিনি অবিলম্বে ভূমি কমিশনের বিতর্কিত কার্যক্রম বন্ধ করে কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবি জানান।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সমাজ সংস্কৃতি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

নতুন কুমার চাকমা বলেন, ছাত্রদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করতে হবে। আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে।

তিনি বলেন, সরকার বিতর্কিত ভূমি কমিশনকে দিয়ে এক তরফাভাবে আবারো আগামী ২৩-২৪ মে শুনানীর তারিখ ধার্য করেছে। ভূমি কমিশনের এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না। তিনি ভূমি কমিশনের বিতর্কিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

অংগ্য মারমা তার বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের উপর সরকার বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ মেনে নেয় নি, এবং মেনে নেবে না। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে কোন অন্যায়-অত্যাচার রুখে দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রীনা দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তার থেকে উত্তরণের জন্য ছাত্র আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। সরকার একদিকে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পাহাড়িদের উপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পাহাড়িদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। দোষীরা জামিনে মুক্ত হয়ে আবার খুন ধর্ষণে মেতে উঠছে। লংগদুতে সুজাতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তিনি সুজাতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র আন্দোলন জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমাবেশ শেষে স্বনির্ভর মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়। র‍্যালীটি চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার স্বনির্ভর মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ২০শে মে ঢাকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গঠিত হয়।

বরকলে সেটলার হামলায়

শেষ পাতার পর

তিনি আরো বলেন, ২০০৬ সালে কলাবুনিয়া থেকে এসে আমির হোসেন জোরপূর্বক আমার ধান্য জমি দখল করে বসতবাড়ি নির্মাণ করেছে। সে সময় তিনি আমির হোসেনের বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডাইরী করেছিলেন। এ ছাড়াও জমি দখল ও মারামারির ব্যাপারে আমির হোসেনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে।

বরকল থানার এএসআই মোঃ সেলিম রেজা জানান, হীরো কুমার চাকমা থানায় অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করবে। তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কাপ্তাইয়ে পাহাড়ি উচ্ছেদের

১ম পাতার পর

বছর ধরে বাস করে আসছেন ও জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। অথচ গত ১৯৮০ - ৮১ সালের পর থেকে ওয়াগ্গাছড়া চা বাগান লিমিটেড উক্ত জমি বিরোধপূর্ণ দাবি করে তা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন চা বাগানের পক্ষে পাহাড়িদের উক্ত ভোগদখলীয় জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করে সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার ও চাষাবাদ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে পাহাড়ি পরিবারগুলো বর্তমানে চরম অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

ইউপিডিএফ নেতা অভিযোগ করে বলেন, ছলে বলে কৌশলে নিজ জমি থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ ও জমি বেদখল পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসন প্রায় সময় বেদখলকারীদের পক্ষ নিয়ে থাকে। তিনি অবিলম্বে পাহাড়িদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি ও স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের কাছে ভূমির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রাঙামাটিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায়

৬ষ্ঠ পাতার পর

রাখা হতো তাহলে তা বিস্ফোরিত হওয়ার পর মাটির অংশ বিশেষও ক্ষতিগ্রস্থ হতো। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার স্থানটি পরীক্ষা করে এই ধরনের কোন আলামত পাওয়া যায়নি বলে বোমা বিশেষজ্ঞ দল দাবী করেছে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে রাঙামাটিতে জেএসএস সন্তু লারমা সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকদের উপর বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত উস্কে দেয়ার লক্ষ্যে তৃতীয় কোন পক্ষ এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।

বিবৃতিতে তিনি এও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সন্তু লারমা যেভাবে প্রতিনিয়ত ইউপিডিএফ নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন, নিজের দাবির সপক্ষে অজুহাত সৃষ্টির মতলবে এটি পূর্বপরিকল্পিতমূলক কাজ হওয়াও অমূলক নয়।

তিনি ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

দিঘীনালা/ঘিলাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক

১ম পাতার পর

নেতৃত্বে ৮/৯ জন সেনা সদস্য একটি পিকআপে করে ১৪ মাইল নামক স্থানে একটি দোকানে গিয়ে হাজির হয়। এ সময় উপরোক্ত ব্যক্তিরা ঐ দোকানে বসা ছিলেন। সেখানে যাওয়া মাত্র সেনারা তাদের কাছ থেকে মহালছড়ির দিকে একটি মোটর সাইকেল যেতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তারা দেখেন নি বলে জবাব দিলে কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই সেনারা তাদেরকে মারধর করতে থাকে। এ সময় সেখানে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইচ্ছেমত মারধর করার পর সেনারা তাদের সবাইকে দোকানে বসিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে ও ভিডিও করে। পরে তাদেরকে সেখানে রেখে দিয়ে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

এরপর সেনারা নাড়েল পাড়ার বাসিন্দা শান্ত চাকমা (২৮) পিতা পূর্ণলাল চাকমার দোকানে গিয়ে তারও ছবি তোলে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। সেনাদের এহেন আচরণে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

নারী নির্যাতন

লঙগদুতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের পর কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

রাঙামাটির লংগদুতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের পর কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে সেটলাররা। গত ২৮ এপ্রিল শনিবার এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, লংগদু উপজেলার ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের জারুলছড়ি গ্রামের বাসিন্দা কালা ধন চাকমার স্ত্রী আলপনা চাকমা ওরফে কালাবি (৪৫) সকালে গুলশাখালী চৌমুহনী বাজারে যাচ্ছিলেন। যাবার পথে দুপুর ১:৩০টার সময় চাকমা পাড়া ও বাঙালি পাড়ার মধ্যবর্তী নির্জন স্থানে একশাদ মাষ্টারের আম বাগানে পৌঁছলে একা পেয়ে একজন সেটলার তাকে ঝাপটে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের পর দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সেটলাররা মৃত ভেবে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। সেটলাররা তার কাছ থেকে নগদ ৫,৩০০ টাকা, ৮ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন ১টি ও নাকফুল ১টি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পরে বিকালে স্থানীয় এলাকাবাসী তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে লংগদু মাইনী মুখ রাবেতা হাসপাতালে ভর্তি করে। তার মাথায় এবং শরীরে বিভিন্ন স্থানে চারটি জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়। এ ঘটনায় তার স্বামী কালাধন চাকমা বাদী হয়ে মো. রিমেলকে প্রধান আসামী করে লংগদু থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিশ এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

মাটিরাঙায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক প্রতিবন্ধী পাহাড়ি নারী ধর্ষিত

ধর্ষণকারীদের শাস্তি কয়েক বেত্রাঘাত!

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের কিরণ মাষ্টার পাড়ায় ৩৫ বছরের এক প্রতিবন্ধী পাহাড়ি নারী সেটলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল ২০১২, বুধবার রাত সাড়ে সাতটায় এ ঘটনা ঘটে। ধর্ষিত হওয়া ওই নারী একজন বাক প্রতিবন্ধী।

জানা যায়, ঘটনার দিন ধর্ষিত হওয়া ওই নারী ১৯৫ নং বামা গোমতি মৌজার অপূর্ব মহাজন পাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক কিরণ ত্রিপুরার বাড়িতে বেড়াতে যায়। এদিন কিরণ ত্রিপুরার শ্বশুর মারা যাওয়ায় ওই নারীকে বাড়িতে রেখে পরিবার-পরিজনসহ কিরণ ত্রিপুরা শ্বশুর বাড়িতে যান। এ সময় পাশ্ববর্তী পশ্চিম গরুণরিয়া চৌদ্দগ্রামের আব্দুল মতিনের ছেলে অলি আহম্মদ ওরফে অলিয়া(৩৮) ও আব্দুল আজিজের ছেলে জিন্নাত আলী(৩৫) কিরণ মাষ্টারের বাড়িতে গিয়ে ওই নারীকে একা পেয়ে জোরপূর্বক জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে স্থানীয় এলাকাবাসী ধর্ষণকারীদের আটক করে।

তবে ধর্ষণকারীদের পুলিশে সোপর্দ না করে ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল বিকালে গোমতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক সালিশ বৈঠক বসে। সালিশ বৈঠকে উক্ত দুই ধর্ষণকারীকে শাস্তি হিসেবে কয়েক বেত্রাঘাত ও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য নির্দেশ দিয়ে এ ধর্ষণ ঘটনার মীমাংসা করে দেয়া হয়।

উক্ত সালিশ বৈঠকে মাটিরাঙা উপজেলা চেয়ারম্যান শামসুল হক, গোমতি ইউপি চেয়ারম্যান মনসুর আলী, বেলছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, ১৮৭ নং গরুণরিয়া মৌজার হেডম্যান অমিল বিকাশ রোয়াজা ও আওয়ামী লীগের গোমতি ইউপি কমিটির আহ্বায়ক ভাগ্যধন ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

লংগদুতে সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি শিশু কন্যাকে ধর্ষণের পর হত্যা, হত্যাকারী গ্রেফতার

রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার আটারকছড়া উল্টোছড়ি গ্রামের মৃত জোতিষ চন্দ্র চাকমার ১১ বছর বয়সী শিশু কন্যা সুজাতা চাকমাকে সেটলার কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। সুজাতা উল্টোছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। গত ৯ মে বুধবার বিকেল আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে লংগদুর ইয়ারেংছড়ি গ্রামের ইব্রাহিমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সুজাতা চাকমা ছয় বছর বয়সী অপর এক শিশুকে নিয়ে গ্রাম থেকে আধ কিলোমিটার দূরে খামার বাড়ি থেকে গরু আনতে যায়। এ সময় ইব্রাহিম সুজাতাকে জোর করে একটি ছড়ার উপরের দিকে ধরে নিয়ে যায়। সে সময় তার সাথে যাওয়া শিশুটি দৌঁড়ে এসে গ্রামে খবর দেয়। তারপর গ্রামের লোকজন উদ্ধারে গেলেও ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে সুজাতাকে ধর্ষণের পর হত্যা করে হত্যাকারী পালিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুজাতার লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনার পর নিহত সুজাতার ভাই নিটন চাকমা লংগদু থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার ভোরে গাসছড়া এলাকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন অপরিচিত ও উসকোখুসকো চেহারার লোক দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ সময় তার কথায় অসঙ্গতি পেলে তারা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য ধর্ষক ইব্রাহিম ২০১১ সালের ১৫ জুন একই এলাকায় সুজাতার মামাতো বোন বিশাখা চাকমাকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রায় ৮ মাস জেলে থাকার পর সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পায়। জেল থেকে বের হয়েই সে আবার সুজাতাকে ধর্ষণের পর হত্যা করলো।

দীঘিনালায় পাহাড়ি স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টা, গ্রেফতার ১

দীঘিনালায় পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জহিরুল ইসলাম (২৩) ওরফে জহির ড্রাইভার নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার কুমিল্লাটিলার মৃত উলা মিয়ার ছেলে। গত ৯ মে বুধবার কুমিল্লাটিলা এলাকা থেকে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

পুলিশ ও স্কুলছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৮ মে মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় উপজেলার পোমাংপাড়া (ত্রিপুরা পাড়া) গ্রামের অভিভাবকদের বাড়িতে না থাকার সুযোগে বাড়িতে ঢুকে জহিরুল পাহাড়ি ওই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে ছাত্রীটি চিৎকার দিলে জহিরুল পালিয়ে যায়।

ছাত্রীটির অভিভাবক জানান, বাড়িতে তিন ছেলে-মেয়েকে রেখে তারা স্বামী-স্ত্রী পাহাড়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে যায়। বিকালে বাড়িতে ফিরলে ছাত্রীটি বাবা, মাকে ঘটনা খুলে বলে। এ ঘটনায় ছাত্রীটির অভিভাবক বাদি হয়ে জহিরুল ইসলামকে আসামি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার উপপরিদর্শক মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, আসামি জহিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

টেকনাফে চাকমা পল্লীতে পুলিশ-ভূমি দস্যুর যৌথ হামলার তদন্ত ও বিচার দবি

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সংগঠক মিঠুন চাকমা, চরণসিং তনচংগ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিনা দেওয়ান ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য মিলয় তনচংগ্যা গত ২৯ ও ৩০ মে টেকনাফের চাকমা পল্লীতে পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় স্থানীয় ভূমি দস্যু আব্দুল হক ও তার দলবলের হামলা, লুটপাট, শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

গত ৪ ও ৫ জুন ঘটনাস্থলে তদন্ত শেষে ৭ জুন বৃহস্পতিবার এক বিবৃতির মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে উক্ত দাবি জানান। তারা টেকনাফে স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা চাকমা জাতিসত্তার জমি বেদখল রোধ ও চাকমাদের জানমালের নিরপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান।

হামলার উদ্দেশ্য ও ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তারা বলেন, হামলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চাকমাদের মালিকানাধীন জমি বেদখলের প্রচেষ্টা। স্থানীয় বিভিন্ন মহলের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ভূমি দস্যু আব্দুল হক হোয়াইক্ষ্যং ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা জাফর আলম চৌধুরীর সহায়তায় বহু বছর ধরে তুফনা আমতলী গ্রামের উিংপুজঙ চাকমাসহ সাত ভাইয়ের ১০ একর জমি দখলে নেয়ার নানা পাঁয়তারা চালিয়ে আসছে। এ নিয়ে উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে। গত ১২ মে আব্দুল হক ও তার দলবল জোটবদ্ধ হয়ে উক্ত জমি দখলের চেষ্টা চালায়। তবে চাকমারা বাধা দিলে তারা ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ গত ২৯ মে রাতে সাদা পোষাকধারী দু'জন পুলিশকে নিয়ে আব্দুল হকের লোকজন আমতলী গ্রামে যায়। তারা ক্যাঙচিং চাকমা ও চিংথোয়াই চাকমাকে পথে পেয়ে মারধর করতে থাকে। তাদের আর্ত চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ডাকাত এসেছে ভেবে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। এ সময় শিপন মিয়া নামে এক পুলিশ সদস্য এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সে নিজেকে পুলিশ সদস্য পরিচয় দিলে লোকজন সরে যায়। এর কয়েক ঘন্টা পর ভোর রাতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ এসে চাকমা পল্লীর বাড়ি বাড়ি তল্লাশী ও হামলা চালায়। তাদের সাথে আব্দুল হকের লোকজনও ছিলো বলে

৭ম পাতায় দেখুন

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি তল্লাশি

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার তৈচাকমা গ্রামের ৫টি বাড়িতে সেনাবাহিনী তল্লাশি চালিয়েছে। গত ২৬ মে দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার সময় সিন্দুকছড়ি জোনের একদল সেনা সন্ত্রাসী খোঁজার নামে তৈচাকমা গ্রামে অপারেশনে যায়। সেনারা প্রথমে বাড়িঘর ঘেরাও করে এবং লোকজনকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। এরপর সেনারা নন্দিবালা ত্রিপুরা, স্বামী মৃত লক্ষী কুমার ত্রিপুরা, কনাই ত্রিপুরা, পিতা অজ্ঞাত, লাইটি ত্রিপুরা, স্বামী মৃত দিব চন্দ্র ত্রিপুরা, প্রহর লক্ষী ত্রিপুরা, স্বামী মৃত নীতু কুমার ত্রিপুরা ও পঞ্চজয় ত্রিপুরা, পিতা মৃত কুমার ত্রিপুরার বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। সেনারা তাদের কাছ থেকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী এসেছে কিনা, সন্ত্রাসীরা কোথায় থাকে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। এ সময় সেনারা নন্দিবালা ত্রিপুরার সাথে অশালীন ব্যবহার করে।

ব্যাপক তল্লাশির পরও কোন কিছু না পেয়ে পরে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

রাঙামাটিতে বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার এক পাহাড়ি নারী

রাঙামাটি প্রতিনিধিঃ রাঙামাটিতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী (২২) ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছেন। কল্পনা অপহরণের ১৬তম বার্ষিকীর দিন গত ১২ জুন মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রাঙাপানি গ্রামের বাসিন্দা ঐ নারী সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে বনরূপায় যাচ্ছিলেন। যাবার পথে জেলা পরিষদের চিড়িয়াখানার পার্শ্ববর্তী স্থানে পৌঁছলে রেডিও সেন্টার এলাকার বাসিন্দা নুরুজ্জামান (২৫) তাকে একা পেয়ে ঝাপটিয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় ঐ নারী চিৎকার দিলে আশে-পাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং নুরুজ্জামানকে ধরে ফেলে। পরে গণধোলাই দিয়ে নুরুজ্জামানকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এলাকাবাসী। ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার ঐ নারী রাঙামাটি কোতোয়ালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ অভিযুক্ত নুরুজ্জামানকে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল রোধ করতে সরকার ব্যর্থ

-অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

জাতীয় ডাক ডেস্ক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটলার কর্তৃক জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল রোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ দুই জনগোষ্ঠির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হয়। যার পরিণতিতে সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের পাশাপাশি হতাহতের ঘটনাও ঘটে থাকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাঙালি সেটলাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জুম্ম জনগণের ভূমিতে প্রবেশ করে এবং চাষাবাদের উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়।

সংস্থাটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয় জুম্ম জনগণের অনেকেই এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে জানিয়েছেন, বাঙালি সেটলাররা পুনঃপুন জুম্ম জনগণের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, আর্মিরা সহনীয় মাত্রায় অবস্থান নিয়ে তাদের মধ্যে সাহস যোগায়। স্বাভাবিকভাবেই সেনাবাহিনী বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সামনেই এটা ঘটে থাকে।

মার্চ মাসে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু হতে জুম্ম জনগণ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেন, বাঙালি সেটলার কর্তৃক রাঙিপাড়া গ্রামে হামলা রোধ করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদস্যরা ব্যর্থ হয়েছে। তারা বলেন যে, ১৭ ফেব্রুয়ারি সেটলাররা তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার সময় সৈন্যরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল।

লন্ডন ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরে মানবাধিকার বিষয়ক ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি গত ২৩ মে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

৩য় বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ১৭ জুন ২০১২ ॥ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

৩য় বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ১৭ জুন ২০১২

কোন খুঁটির জোরে খাদেমুল ইসলামের এত লম্প ঝম্প?

প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি না দেয়া এবং জনমতের তোয়াক্কা না করে ভূমি কমিশনের বিতর্কিত চেয়ারম্যান কর্তৃক একতরফা শুনানির দিন ধার্য এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ফুঁসে উঠেছে। খাদেমুল ইসলামের কুশপুত্তলিকা দাহ করে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। তার দেয়া রায় বা কোন সিদ্ধান্ত পার্বত্যবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না বলে সংগঠনটি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। একতরফা শুনানি বাতিল ও তাকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণের দাবিতে ইতিমধ্যে সংগঠনটির ডাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গত মে মাসে এবং চলতি জুনে পর পর দু'বার অবরোধ পালিত হয়েছে। একই দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহও বহু প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। খাদেমুল ইসলাম গোঁয়ার্তুমি বন্ধ না করলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম।

লক্ষণীয় যে, গত দু'টি শুনানিতে ভূমি কমিশনের বিতর্কিত চেয়ারম্যান এবং সরকারি প্রতিনিধি ছাড়া অপর সদস্যগণ অনুপস্থিত ছিলেন। রীতিমাফিক যেভাবে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হবার কথা, শুনানি দু'টি সেভাবে হয় নি। শুনানির দিন উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা দিতেও তিনি সক্ষম হন নি। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হয়েও বিচার পদ্ধতি এমনকী ভদ্র সমাজের সকল রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে ভূমি বিষয়ে খাদেমুল ইসলামের মরিয়া হবার পেছনে ক্ষমতাধরদের ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে। আশির দশকে সেনা প্রহরায় বসতিস্থাপনকারী বেআইনী বহিরাগতদের বেদখলকৃত ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে তিনি পরিকল্পনামত অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে আরও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ২৮ মে ঢাকায় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক শেষে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির চাইতে জরুরি হয়ে পড়েছে সংগঠনটি (ইউপিডিএফ) নিষিদ্ধ করা' বলে মন্তব্য করেছেন (প্রথম আলো ২৯ মে ২০১২)। ভূমি কমিশনের বিরুদ্ধে লোক দেখানো কথাবার্তা বললেও সন্তু লারমা গ্রুপ কমিশনের একতরফা শুনানি বন্ধে কোন কর্মসূচি দেয় নি, ভূমি রক্ষার্থে তাদের কর্মসূচিও নেই। শুধু তাই নয়, ভূমি রক্ষার আহ্বান সম্বলিত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পোস্টারও ছিঁড়ে দিয়েছে সন্তু চক্রের লোকজন। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। '৮১ সালে শান্তিবাহিনীর পরিচালিত 'ফেনী এক্সপেডিশন' বন্ধ করার পেছনেও সন্তু লারমার জেল থেকে ছাড়া পাবার শর্ত ছিল বলে জানা যায়। সে সময় সেটলার অনুপ্রবেশকে সন্তু লারমা আন্দোলনে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান নি।

আরও লক্ষ্য করার বিষয়, ভূমি কমিশনের বিতর্কিত চেয়ারম্যানকে অপসারণ না করে তাকে দিয়ে "পরিকল্পনা" এগিয়ে নিতে ১০-১১ জুন মাঠে নেমেছিল সেনাবাহিনী। এদিন সরকার গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি বানচাল করতে পুলিশের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে র‌্যাব মোতায়েন করেছিল, যা ভীষণ উদ্বেগের বিষয়। বিনা প্ররোচনায় র‌্যাব স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাবার বুলেট ছোঁড়ে। নিরপরাধ গ্রামবাসীদের র‌্যাব-পুলিশ মারধর, হয়রানি, দুই নিরপরাধ যুবককে আটক এবং গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ৪০০ নেতা-কর্মীর নামে মামলা দায়ের করে। এতে স্পষ্ট হয় যে ভূমি কমিশন কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারের কোন সদিচ্ছা নেই।

ফেসবুক থেকে মন্তব্য

ইউ.পি.ডি.এফ ল্যান্ড কমিশন ঘেরাও কর্মসূচী দিয়ে ক্ষুব্ধ জনগণকে দেখিয়ে দিয়েছে আসলে কে প্রধান শত্রু। এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ। আশা করি তারা এই ধারা অব্যাহত রাখবেন এবং জে.এস.এস.-এর সাথে সংঘাত বন্ধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

সন্তু লারমা পুলিশি হামলার প্রতিবাদ করলে ও কর্মসূচিকে সমর্থন জানালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতে পারতো। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকত। কিন্তু ক্ষুব্ধ জাতির ভাগ্য সবসময় নিষ্ঠুর পরিহাসেই রচিত হয়েছে। এবারও তাই হলো।

সন্তু লারমা মার্চ মাসের শেষের দিকে চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচী ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এপ্রিল হতে এই কর্মসূচী আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল (পত্রিকায় তার বিবৃতি অনুসারে)। কিন্তু এই ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত তীব্রতর করলেন।

ল্যান্ড কমিশনের একতরফা শুনানিতে তিনি যেন লক্ষী ছেলেটি। আন্দোলন নেই। একটি প্রতিবাদও নেই। ইউ.পি.ডি.এফ এই ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা না করলে ল্যান্ড কমিশন নিয়ে সরকারের এই ষড়যন্ত্র দেশের জনগণের কাছে অজানাই থেকে যেত।

ইউ.পি.ডি.এফ-কে ধন্যবাদ এই কারণে যে, পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের পাশাপাশি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের দায়িত্বটিও নিজের কাঁধে নিয়েছেন বলে।

গত ১১ জুন ফেসবুকের একটি গ্রুপে এই মেসেজটি লিখেছেন কল্পনা চাকমা।

রাঙামাটিতে বোমা, ভূমি কমিশনের শুনানী ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা প্রসঙ্গে

॥ রাজনৈতিক ভাষ্যকার ॥

গত মে মাসের শেষের দিনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমত, ২০ মে রাঙ্গামাটি শহরে বোমা বিস্ফোরণ ও এতে ১১ জন ছাত্রের আহত ও পরে একজনের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা। দুই, ২৩ ও ২৪ মে ভূমি কমিশনের শুনানী বাতিল ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে তিন পার্বত্য জেলায় ইউপিডিএফ-সমর্থিত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ডাকে ৩৬ ঘন্টা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ। তিন, ২৮ মে ঢাকায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান। নিচে এ ঘটনাগুলোকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১

রাঙ্গামাটিতে বোমা বিস্ফোরণ: cui bono?

রাঙ্গামাটিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইউপিডিএফ ও জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। সন্তু গ্রুপ দৃশ্যত রাজনৈতিক ফায়দা তোলার হীন উদ্দেশ্যে ঘটনার জন্য ইউপিডিএফকে দায়ী করেছে। তবে ইউপিডিএফকে দায়ী করলেও সন্তু গ্রুপের লোকজন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না যে এ ঘটনা ইউপিডিএফ ঘটিয়েছে। পুলিশ ঘটনাকারীকে এখনো চিহ্নিত ও আটক করতে পারেনি।

সরকার অথবা সেনাবাহিনীর একটি অংশ চায় ইউপিডিএফ ও জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এর মধ্যে যাতে কোনভাবেই ঐক্য গড়ে না ওঠে বা দুই পার্টির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কিংবা যুগপৎ কোনভাবেই যাতে আন্দোলন গড়ে না ওঠে।

চুক্তির পর গত দেড় দশকে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে বহু অসন্তোষ, ক্ষোভ ও রাজনৈতিক শত্রু সৃষ্টি করেছে। ইউপিডিএফ ছাড়াও জেএসএস-এর সরাসরি প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে জেএসএস (এমএন লারমা)। কয়েক মাস আগে সন্তু গ্রুপ বরকলে ৫ বাঙালিকে অপহরণ করলে সেটেলারদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। এরপর সন্তু গ্রুপ কাপ্তাই থেকে আওয়ামী লীগের এক নেতা অনিল তনচঙ্গ্যাকে অপহরণ করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমঅধিকার ও আওয়ামী লীগের কর্মীরা রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক পরিষদের অফিস আক্রমণ করে। তাকেও আজ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয়নি। এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি ও রাজস্থলী এলাকায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গত কয়েক বছরে শতাধিক লোককে অপহরণ কিংবা খুন করেছে। এই অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ পক্ষগুলোর মধ্যে থেকে যদি কেউ ওই হামলা ঘটিয়ে থাকে, তাহলে অবাক হওয়ার কোন ব্যাপার আছে?

যখন জানা বা ন্যায়সঙ্গতভাবে ধারণা করা যায় না কারা ঘটনা ঘটিয়েছে তখন ল্যাটিন ভাষায় প্রশ্ন করা হয় cui bono? অর্থাৎ ঘটনা থেকে কে বা কারা লাভবান হচ্ছে? যে বা যারা লাভবান হচ্ছে তারাই ঘটনার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। এখন পাঠক বিচার করবেন রাঙ্গামাটির বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা থেকে কারা লাভবান হচ্ছে।

সন্তু গ্রুপের উচিত ঘটনা নিয়ে রাজনীতি না করে নির্মোহ ও নিরাবেগ সহকারে ঘটনার বিশ্লেষণ করা ও সেই অনুসারে পদক্ষেপ নেয়া। ইউপিডিএফ যদি হামলা করে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইতো, তাহলে আমার ধারণা তারা সমাবেশের আগে অথবা সমাবেশে যোগদানে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে হামলা চালাতো। সেটাই তাদের দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে সমাবেশ শেষে, যখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা কল্যাণপুরে পেট্রোল পাম্পে গাড়ির অপেক্ষা করছিল। আর ঘটনার পর ইউপিডিএফ যে লাভবান হয়নি তা তো সবার কাছে স্পষ্ট।

ঘটনা যারাই ঘটিয়ে থাকুক, লাভের খাতায় কিন্তু সন্তু লারমা ঠিকই নাম উঠাতে সক্ষম হয়েছেন। এ ঘটনা তার জন্য ইংরেজীতে যাকে বলে একেবারে a shot in the arm. তিনি ঘটনাকে ব্যবহার করে ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করার দাবি জোরদার করেন। এমনকি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায়ও তিনি এই দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। চুক্তি বাস্তবায়নের চাইতে ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করা বেশী জরুরী বলে মন্তব্য করেন। এক কথায়, ঘটনার পর তিনি যা করেন তাতে মনে হয় তিনি যেন এ ধরনের ঘটনার জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন।

সরকার অথবা সেনাবাহিনীর একটি অংশ চায় ইউপিডিএফ ও জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এর মধ্যে যাতে কোনভাবেই ঐক্য গড়ে না ওঠে বা দুই পার্টির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কিংবা যুগপৎ কোনভাবেই যাতে আন্দোলন গড়ে না ওঠে। ভূমি কমিশনের শুনানীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ইউপিডিএফ সড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। সন্তু গ্রুপেরও পূর্বনির্ধারিত ৩০ মে'র সমাবেশ (যা হয়নি) থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে কর্মসূচী ঘোষণা করার কথা ছিল। যদি দুই পার্টি সমান্তরালে আন্দোলনে যেতো তাহলে আন্দোলনের মাঠে যেকোনভাবে একটা ঐক্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। আমার ধারণা, সরকার ও সেনাবাহিনীর এই মহলটি এটা বুঝতে পেরেছে এবং সন্তু গ্রুপকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে পরিকল্পিতভাবে ২০মে'র বোমা হামলা ও ২৮ মে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহ্বান করানো হয়েছে।

২

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা

ঢাকায় ২৮ মে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এটি ছিল কমিটির চতুর্থ সভা। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সংসদ উপনেতা ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক সাজেদা চৌধুরী অর্থহীন কিছু কথাবার্তা বলেছেন। তিনি বলেন, "সরকার ও জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে কোনো মতভিন্নতা নেই। আমরা একই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।" প্রথম আলোর রিপোর্ট বলছে, সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইনের বিল উত্থাপন করা হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "জেএসএস সেটাই চায়। তবে এ ব্যাপারে তিনি (সাজেদা) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন"।

তাহলে পরিষ্কার, ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন চলতি বাজেট অধিবেশনে কেন এই সরকারের মেয়াদে হয় কিনা তার কোন গ্যারান্টি নেই। আসলে সরকার একদিকে চুক্তি বাস্তবায়নের মুলো ঝুলিয়ে রেখে সন্তু গ্রুপের সংগ্রামী অংশকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে, অন্যদিকে ভূমি কমিশনকে দিয়ে ঠিকই তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সন্তু লারমার নিজেরও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে যেতে ৫ম পাতায় দেখুন

রাঙামাটিতে বোমা, ভূমি কমিশনের শুনানী ও চুক্তি বাস্তবায়ন

৪র্থ পাতার পর

কোন আগ্রহ নেই। সেটা তার কথা ও কাজের মধ্যে পরিষ্কার। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা শেষে সন্তু লারমা বলেন, "বর্তমানে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কার্যক্রম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির চেয়েও বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে সংগঠনটি নিষিদ্ধ করা"। সন্তু লারমা মাঝে মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কঠোর আন্দোলন শুরু করার হুমকি দিতে বাধ্য হন দলীয় কর্মীদের চাপের কারণে। বস্তুত তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইউপিডিএফের সাথে সমঝোতা করে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করার পক্ষপাতী। কিন্তু সন্তু লারমা মুখে আন্দোলনের কথা বললেও মনেপ্রাণে সেটা চান না। অন্যদিকে নেতাকর্মীদের আন্দোলনে যাওয়ার চাপও উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তিনি আন্দোলনের হুমকীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তার দলীয় কর্মীদের বগলে রাখার চেষ্টা করেন। দলীয় কর্মীদের শান্ত রাখতে সরকারও তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। যেমন চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভার পর তিনি তার দলীয় নেতাকর্মীদের বলতে পারবেন: সরকার যেহেতু বলছে চুক্তি বাস্তবায়ন করবে, তখন আরো একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। কাজেই সন্তু গ্রুপের যে সব ছাত্রযুবক মনে প্রাণে আন্দোলন চান, জনগণের জন্য ভালো কিছু করতে চান, তারা হতাশ হতে বাধ্য: তারা সন্তু লারমার দলে বেশী দিন থাকতে পারবেন না। তবে যারা বিভিন্ন সুবিধার জন্য তার সাথে আছেন, বা যে সব ছাত্র পড়াশুনা শেষে চাকুরী বা বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার আশায় সন্তু লারমার দল ভারী করছেন তাদের কথা আলাদা।

পাঠকদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, গত বছরের শেষের দিকে সন্তু লারমা তার দলীয় নেতাকর্মীদের চাপের মুখে এ বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে গওহর রিজভী রাঙামাটি গিয়ে সন্তু লারমার সাথে আলোচনা করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৬ জানুয়ারী গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সন্তু লারমার বৈঠক ও ২০ জানুয়ারী চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তু লারমা এই দুই বৈঠক ও সভাকে ফলপ্রসূ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে এক কদমও অগ্রসর হয়নি।

আসলে রিজভীর রাঙামাটি সফর, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সন্তু লারমার বৈঠক ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা এসব কিছু উদ্দেশ্য হলো জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা। সন্তু লারমাকে তার দলীয় নেতাকর্মীদের চাপ থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ সন্তু গ্রুপের নেতাকর্মীদের মুখে লেবেঞ্চুস পুড়ে দেয়া। 'তোমরা লেবেঞ্চুস চুষে চুষে থাক, আন্দোলনের কথা ভুলে যাও, আর আমরা এদিকে ভূমি কমিশনকে দিয়ে কাজ সেরে নিই'। এই হলো সরকারের অভিপ্রায়।

> **আসলে রিজভীর রাঙামাটি সফর, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সন্তু লারমার বৈঠক ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা এসব কিছু উদ্দেশ্য হলো জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা। সন্তু লারমাকে তার দলীয় নেতাকর্মীদের চাপ থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ সন্তু গ্রুপের নেতাকর্মীদের মুখে লেবেঞ্চুস পুড়ে দেয়া। 'তোমরা লেবেঞ্চুস চুষে থাক, আন্দোলনের কথা ভুলে যাও, আর আমরা এদিকে ভূমি কমিশনকে দিয়ে কাজ সেরে নিই'। এই হলো সরকারের অভিপ্রায়।**

এবারের চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভাও লোক দেখানো ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। এটা সরকারের পাবলিক রিলেশন এক্সারসাইজের মতো। পর্দার অন্তরালে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সংস্থার লোকজনই কোরিওগ্রাফটা তৈরি করেছে। সাজেদা চৌধুরী, সন্তু লারমা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও গওহর রিজভী কেবল চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা নামক নাট্যাংশে নিজ নিজ অংশের অভিনয় করলেন মাত্র। তবে নাটকের ক্যানভাস বেশ বড় এবং পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম এবং পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারও রয়েছেন। যখন যার অভিনয়ের দরকার হয় তখন তাকে স্টেজে ওঠানো হয়।

আরো একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। আর তা হলো যখনই ইউপিডিএফ কোন আন্দোলন ঘোষণা করে তখনই বিশেষ সংস্থার লোকেরা তৎপর হয়। যেমন সন্তু লারমার অনেক দাবি সত্ত্বেও সরকার ২০০৫ সালের জুন মাসের আগে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কোন সভা করেনি। যখন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়িতে ২০০৫ সালের ১৫ জুন ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশ আয়োজন করে তখনই সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভা করতে বাধ্য হয়েছিল। এবারের সভাও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়ার পরই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং বাধ দিয়ে যেমন নদীর পানি ভিন্ন খাতে নেয়া হয়, তেমনি আন্দোলন যাতে জোরদার না হয় তার জন্য জনগণের চিন্তা ও শক্তিকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া। বিশেষ সংস্থার ইঙ্গিতেই যে সরকার এই সব সভা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো নেয় তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

৩

ভূমি কমিশনের শুনানী ও ইউপিডিএফের সড়ক অবরোধ

ভূমি কমিশনের একতরফা শুনানী বাতিল ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে ইউপিডিএফ-যুক্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবানেও সর্বাত্মকভাবে অবরোধ পালিত হয়। মিডিয়ার খবর মতে, রুমা, লামায় পর্যন্ত দূর পাল্লার কোন যানবাহন চলাচল করেনি। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতেও অবরোধ পুরোপুরি সফল হয়। অবরোধ, বর্জন ও বয়কটের মুখে খাদেমুল ইসলাম শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন গত ১০ ও ১১ জুন। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম খাদেমুলকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে এবং ১০ জুন খাগড়াছড়িতে ভূমি কমিশনের অফিস ঘেরাও কর্মসূচী পালন করেছে। যতদূর জানা যায়, গত বছর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ভূমি কমিশনের কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সে বার সাজেদা চৌধুরীর ভূমি কমিশনের শুনানী কার্যক্রম উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু চাপের মুখে তিনি তার সেই কর্মসূচী বাতিল করতে বাধ্য হন। কিন্তু এরপরও ভূমি কমিশন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সম্মতি ছাড়া ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান খাদেম সাহেব শুনানী কার্যক্রম চালাবেন তা কাকপক্ষীরাও বিশ্বাস করবে না।

মোট কথা, সরকার জুম্মদের মধ্যেকার ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের সুযোগ নিয়ে সেটেলারদের অবৈধ ভূমি বন্দোবস্তকে আইনী বৈধতা দিতে চাইছে, যেভাবে ১৯৮০র দশকে শান্তি বাহিনীর মধ্যে লাম্বা-বাদি গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সরকার সেটেলারদের অবস্থানের ভিত পাকাপোক্ত করেছিল। কিন্তু এটা আশির দশক নয়। পার্বত্য রাজনীতির মাঠও আগের মতো নেই।

ভূমি কমিশনের শুনানীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সরকার ভূমি কমিশনের আইন সংশোধন করলে বর্তমান কমিশন চেয়ারম্যানের সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এটা মনে করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা হবে চরম বোকামি। প্রথমত, সরকার আদৌ এই আইন সংশোধন করবে কি না বা করলে যে সব সন্তু বাবুদের মনোমত করে করবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। হয়তো দেখা যাবে, আগামী অধিবেশনে যে বিলটি পেশ করা হবে তাতে আরো অনেক গণবিরোধী ধারা রয়েছে। কারণ এ সরকারকে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না।

৪

চুক্তির মধ্যেই আসল গলদ

সরকার ভূমি কমিশন নিয়ে যা করছে বা চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে যে খেলা খেলছে তার কারণ চুক্তিতেই আসল গলদ রয়েছে। ইউপিডিএফের চুক্তির সমালোচনার প্রধান পয়েন্ট হলো, সরকারী পক্ষ থেকে কোন কিছু করার আগেই 'অস্ত্র সমর্পন' করতে সম্মত হওয়া জেএসএস-এর ঠিক হয়নি। জেএসএস যেদিন খাগড়াছড়িতে অস্ত্র সমর্পন করে শ্রদ্ধেয় বনভান্তে তখন দানাচরে। এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি তখন যথার্থই মন্তব্য করে বলেছিলেন: 'দাড় ভাঙা হাল্লারা অলাক্কেআই'। (বনভান্তের এক সিনিয়র শিষ্যের কাছ থেকে শোনা)। তার কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া সন্তু লারমা কেন যে একেবারে ফিজিক্যাল শো অব সারেন্ডার মেনে নিয়েছিলেন তা আজও অজানা রয়ে গেছে। এই ধরনের সারেন্ডার, যা চরম অপমানজনক, যুদ্ধের ইতিহাসেও খুবই বিরল। ১৯৭১ সালে জেনারেল জগজিত সিং অরোরা পাকিস্তানের নিয়াজীকে এভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় মাউন্টব্যাটেন জাপানের ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরুচিকে তরবারী হস্তান্তরের মাধ্যমে আত্মসমর্পন করিয়েছিলেন। তবে জেনারেল ম্যাক আর্থার তা অনুমোদন করেননি, কারণ তিনি এ ধরনের ফিজিক্যাল শো অব সারেন্ডারকে আর্কাইক প্র্যাকটিস মনে করতেন।

জেএসএস যেভাবে সব অস্ত্র জমা দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য (চুক্তির ফলে সৃষ্ট সরকারের দায়দায়িত্ব পূরণ)সম্পূর্ণ সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করেছিল, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সিন ফেইন সেটা করেনি। সেখানে ১৯৯৮ সালে একটি বহুপক্ষীয় চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু সিন ফেইন তাদের অস্ত্র ডিকমিশন (decommission) করেছিল ২০০৫ সালে। এখানে লক্ষ্য রাখবেন তাদের চুক্তিতে অস্ত্র সমর্পন বা আত্মসমর্পণ শব্দগুলো পর্যন্ত লেখতে দেয়নি সিন ফেইন। ডিকমিশন শব্দটি নিয়ে বৃটিশ সরকার ও ইউনিয়নিস্টদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ডিকমিশন বলতে অস্ত্রগুলো ধ্বংস করা, টু পুট বেয়ন্ড ইউজ। সিন ফেইনের ক্ষেত্রে সেটাও কেবল সিম্বলিক ছিল, কারণ বৃটিশ সরকার মনে করে সিন ফেইন অস্ত্র ধ্বংস করলেও যে কোন সময় আবারও অস্ত্র যোগাড় করতে পারে। অথচ আমাদের জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা নিজেই একটি একে ৪৭ হস্তান্তর করে আত্মসমর্পনের কাজ শুরু করেছিলেন। তার সেই অস্ত্রটি বাংলাদেশ সরকার এখন ঢাকার জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রেখেছে। জেএসএস নেতা সন্তু লারমা কী এসবের অর্থ বোঝেন?

পার্বত্য চুক্তিটি যে বাস্তবায়িত হবে না তাতো চুক্তি পড়েই তখন বোঝা গিয়েছিল। চুক্তির ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যে দায়দায়িত্ব সৃষ্টি হয় সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্বত্য চুক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, চুক্তির একটি পক্ষ (সরকার) চুক্তির ফলে সৃষ্ট তার দায়দায়িত্ব যেমন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, ভূমি কমিশন আইন পাস ও গঠন ইত্যাদির কোনটি পালন করার আগেই চুক্তির অন্য পক্ষ (জেএসএস) চুক্তির ফলে সৃষ্ট তার সকল দায়দায়িত্ব সম্পাদন করে ফেলেছিল (বোকার মতো)। অর্থাৎ জেএসএস সরকারকে blank cheque দিয়েছিল। ফলে চুক্তির দায়দায়িত্ব পালন সরকারের মর্জির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকলো না। অথচ যদি ভূমি কমিশন আইন পাসের পর অস্ত্র সমর্পনের প্রথম দফা সম্পন্ন হতো, অর্থাৎ সরকার এটা করলে জেএসএস ওটা করবে, সরকার চুক্তি মোতাবেক এটা করতে ব্যর্থ হলে জেএসএস তার দায়দায়িত্ব পালন স্থগিত রাখবে -- এভাবে যদি চুক্তিটা হতো তাহলে আজকের এই অবস্থা হতো না। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি জেএসএস নেতৃত্বের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাস-আস্থা আজকের পরিণতির জন্য দায়ী। যে 'উপজাতিসুলভ' অতি সরলতা জেএসএস নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছে তা চরম বোকামী ও মূর্খতারই সামিল। তা আত্মধ্বংসের পথকেই প্রশস্ত করেছে।

> **আন্দোলনের প্রতিই এখন জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) নেতৃত্বের চরম অনীহা। সন্তু গ্রুপের প্রধান কর্মসূচী এখন চুক্তি বাস্তবায়ন নয়, ইউপিডিএফ নির্মূল করা।**

৫

উপসংহার: আন্দোলন ছাড়া গতি নেই

যেটা হাত দিয়ে পাওয়া সম্ভব ছিল, তা আজ বাঁশ দিয়েও নাগাল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবে যেই হোক, চুক্তি বাস্তবায়ন হোক, কিংবা পূর্ণস্বায়ত্তশাসন হোক, আন্দোলন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। অথচ যখন আন্দোলন প্রয়োজন, যখন সবাই আন্দোলনের কথা বলছে, তখন সেই আন্দোলনের প্রতিই এখন জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) নেতৃত্বের চরম অনীহা। সন্তু গ্রুপের প্রধান কর্মসূচী এখন চুক্তি বাস্তবায়ন নয়, ইউপিডিএফ নির্মূল করা। যদিও ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচীতে সমর্থন দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সন্তু গ্রুপের এই রকম একের পর এক ভুল ও হঠকারী সিদ্ধান্ত জুম্ম জাতিকে আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে।

সত্যের খাতিরে বলা দরকার, ১৯৯০ দশকে প্রসিত খীসার নেতৃত্বে ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি না হলে ১৯৯৭ সালে জেএসএস পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করতে পারতো না। আর ভবিষ্যতে যদি এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে এই প্রসিত খীসার সহযোগিতার প্রয়োজন হবে: সন্তু বাবুদের একার পক্ষে এটা বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করার সামর্থ্য নেই।

চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা, সরকারের মুখের কথা, চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ইত্যাদিতে আস্থা স্থাপন করা হবে চরম মূর্খতা। সরকার বার বার তার কথার বরখেলাপ করছে, ধান্দাইপান্দাই করছে, ছলচাতুরী করছে -- এতকিছু দেখেও যদি আমাদের শিক্ষা না হয়, তাহলে দুর্ভাগ্যের জন্য অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী? ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। কিন্তু সন্তু বাবুরা বার বার বেল তলায় গিয়ে পড়ন্ত বেলের আঘাতে মাথা ফাটিয়ে ফেলেন, তবুও বেল তলায় যান। তাদের শিক্ষা না হোক, কিন্তু যে ছাত্র যুব সমাজ -- যারা সমাজের সবচেয়ে সচেতন ও সংবেদনশীল অংশ - তাদের কেন শিক্ষা হবে না? তারা কেন আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন না? সব কথার আসল কথা হলো, সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে গুডবাই দিন, তারপর আসুন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯০ দশকের মতো ছাত্র গণআন্দোলন গড়ে তুলি। [সমাপ্ত]

ভূমি কমিশন অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রশাসনের বাধার প্রতিবাদে

১ম পাতার পর

এরপর র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকার নারীদের সাথে অশোভন আচরণ করে এবং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করলে এলাকার নারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নারীদের প্রতিরোধের মুখে পরে র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এছাড়া র‍্যাব ও পুলিশের অপর একটি দল স্বনির্ভর বাজার ও উত্তর খবংপুজ্জে এলাকায় ঢুকে পিকেটারদের ধাওয়া করে এবং নিম্নভর এলাকায় অবস্থান নেয়। তারা স্বনির্ভর বাজারের শক্তি সেকেনসরে আসে মারমাকে (২৭) পুনরায় মারধর করে এবং পরে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা এক বিবৃতিতে শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধ চলাকালে পিকেটার ও সাধারণ জনগণের উপর র‍্যাব ও পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি র‍্যাব-পুলিশের হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যায়- অত্যাচার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অবরোধ, মিছিল-মিটিং ও সভা-সমাবেশ করা একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সরকার র‍্যাব-পুলিশকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। এর মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের চরম ফ্যাসিস্ট চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি র‍্যাব-পুলিশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় খবংপুজ্জে নারীদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভূমি রক্ষার লড়াইয়ে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে। সকল নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বিবৃতিতে তিনি ২১ ঘন্টার সড়ক অবরোধ সফল করায় যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ সহ সর্বস্তরের জনগণ, সকল যানবাহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। সরকারের সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আরো বেশি সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে ব্যবহার করে পাহাড়ি জনগণকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা করছে। র‍্যাবকে রাস্তায় নামিয়ে সরকার খাদেমুল ইসলামকে রক্ষা করে জনগণের আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করছে। সরকারের এ ষড়যন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কিছুতেই সফল হতে দেবে না। তিনি বলেন, ভূমি কমিশনের এক তরফা ও অবৈধ শুনানী কার্যক্রম বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। যদি শুনানী কার্যক্রম বাতিল করা না হয় তাহলে পরবর্তীতে আরো কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

তিনি অবিলম্বে ভূমি কমিশনের এক তরফা ও অবৈধ শুনানী বাতিল, কমিশন আইনের বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন, ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে অপসারণ ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, পার্বত্য ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী গত ফেব্রুয়ারী থেকে তিন দফা শুনানীর কার্যক্রম মুলতবীর পর ১০ ও ১১ জুন নতুন তারিখ ধার্য করায় ৩১ মে খাগড়াছড়িতে এক সমাবেশ থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ১০ জুন ভূমি কমিশন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিন ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

পূর্বঘোষিত এই ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে বাধা প্রদান করে। খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দিঘীনালা, মাটিরাঙ্গা সহ বিভিন্ন উপজেলায় প্রশাসন ঘেরাও কর্মসূচিতে আসার পথে জনগণকে বাধা দেয় এবং ভাড়া করা গাড়িগুলো থানায় আটকিয়ে রাখে এবং মোবাইল কোর্ট বসানো হবে বলে গাড়ি চালকদেরকে হুমকি দেয়া হয়। খাগড়াছড়ির ভাইবোনছড়া এলাকায় সেনা সদস্যরা নিজেরাই রাস্তায় গাছ ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

একই দাবিতে যুব ফোরাম গত ২৩ ও ২৪ মে বান্দরবানে একদিন ও রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে লাগাতার ৩৬ঘন্টার সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। অবরোধ কর্মসূচি শেষে সংগঠনটি বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।

ঘেরাও কর্মসূচিতে বাধা দেয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ: শান্তিপূর্ণ ঘেরাও কর্মসূচিতে বাধা দেয়ার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে ও দিঘীনালায় বিক্ষোভ করেছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা-কর্মীরা। খাগড়াছড়ি সদরের নারিকেল বাগান থেকে ১০ জুন সকাল সাড়ে ১০টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে পশ্চিম দিয়ে এক সমাবেশ করে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো মারমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা এতে বক্তব্য রাখেন।

অপরদিকে দিঘীনালায় উপজেলা সদরের ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে থানা বাজার, বাস স্টেশন ঘুরে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে এক সমাবেশ করে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ত্রেমিন চাকমা, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের সদস্য জ্ঞান জীবন চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার সহ সভাপতি জীবন চাকমা এতে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা শান্তিপূর্ণ ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রশাসনের বাধা দেয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে ভূমি কমিশনের এক তরফা শুনানী কার্যক্রম বাতিল ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবি জানান।

জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের বিক্ষোভ

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের অপসারণ, কমিশনের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের দাবিতে নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। লক্ষীছড়িতে সেনা সৃষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা সমাবেশে বাধা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

'আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়, পিতৃভূমি রক্ষা কর' স্লোগানে গত ৯ জুন শনিবার খাগড়াছড়ি জেলা সদর ছাড়াও পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি, লক্ষীছড়ি এবং রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়ি, নান্যাচর ও বাঘাইছড়িতে বিক্ষোভ মিছিলও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থেকে অবিলম্বে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের এক তরফা শুনানী বাতিল, ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে অপসারণ, কমিশনের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা।

খাগড়াছড়ি জেলা শহরের মহাজন পাড়া থেকে সকাল ১১টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বাজারের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। ফলে মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে উপজেলা পরিষদ মাঠে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উশোজাই মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রনিক ত্রিপুরা ও আদিবাসী হেডম্যানদের সদস্য নক্ষিত দেওয়ান।

সমাবেশ শেষে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে চলতি বাজেট অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ এর সংশোধনী (অযৌক্ত, অগণতান্ত্রিক ও পার্বত্য চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক ধারা সংশোধন পূর্বক) পাশ করা, পার্বত্য ভূমি কমিশনের শুনানী বাতিল ও ভূমি কমিশন আইনের ৩ (৫) ধারা মোতাবেক বিতর্কিত ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে অপসারণ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ ৬ দফা দাবি জানানো হয়।

ভূমি কমিশনের শুনানীর সর্বশেষ অবস্থা: প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এবং জোরালো সমালোচনার মধ্যেও ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এক তরফাভাবে গত ১০ ও ১১ জুন মোট ৮০টি মামলার শুনানী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর মধ্যে প্রথম দিন ৪৮টি মামলার মধ্যে ১৭ টি মামলা কমিশন আইনের বহির্ভূত হওয়ার খারিজ করে দিয়ে এক মাসের জন্য বিচার কাজ মুলতবী করা হয়। পরে অবশ্য আগামী ২২ জুলাই পর্যন্ত মুলতবী করা হয়েছে বলে জানা গেছে। দ্বিতীয় দিন মোট ৩২টি মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ১২টি মামলা কমিশন আইনের বহির্ভূত হওয়ার খারিজ করে দিয়ে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত বিচার কাজ মুলতবী করা হয়। শুনানী চলার সময় একমাত্র সদস্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার নুরুল ইসলাম ছাড়া বিচার পরিষদের অন্য কোন সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের শুনানী বাতিলের দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বিক্ষোভ

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের শুনানী বাতিল ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলায় একযোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ মে শুক্রবার, খাগড়াছড়ি সদর, দিঘীনালা, মহালছড়ি, পানছড়ি, গুইমারা এবং রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়ি, নান্যাচর, কাউখালী ও বাঘাইছড়িতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে ভূমি কমিশনের শুনানী বাতিল করে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি, ভূমি বেদখল বন্ধ করা ও বেদখলকৃত ভূমি ফিরিয়ে দেয়া, ভূমি কমিশনের অগণতান্ত্রিক ধারা সংশোধন ও ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানকে অপসারণ এবং সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও তাদেরকে দেয়া অবৈধ ভূমি বন্দোবস্ত বাতিলের দাবি জানানো হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

খাগড়াছড়ি সদর: খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে সকাল সাড়ে ১০টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা। এছাড়া সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি পৌর কাউন্সিলর ও নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন দেওয়ান মনাজ, শরণার্থী কল্যাণ সমিতির অর্থ সম্পাদক সুকৃতি জীবন চাকমা। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ও খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি অংপ্রসি মারমা সমাবেশে উপস্থাপনা করেন।

মহালছড়ি: সকাল ১১টায় মহালছড়ি উপজেলা সদরের বাবু পাড়া থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে মহালছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক সর্বানন্দ চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি উষামং থীসা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রতন স্মৃতি চাকমা।

দিঘীনালা : খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলা সদরের ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে থেকে বেলা ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দিঘীনালা থানা বাজার প্রদক্ষিণ করে বাস স্টেশন হয়ে লারমা স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ত্রেমিন চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা শাখার সভাপতি বিধান চাকমা, সহ সভাপতি জীবন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সভাপতি বজেন্দু চাকমা। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলো জীবন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

৭ম পাতায় দেখুন

শহীদ অনিমেষ চাকমার ১ম মত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ অনিমেষ চাকমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোক র‍্যালি ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ মে সোমবার সকাল ১০টায় দিঘীনালা উপজেলা সদরের ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি শোক র‍্যালি বের হয়ে থানা বাজার, বাস স্টেশন ঘুরে দিঘীনালা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের প্রতিনিধি কিশোর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ত্রেমিন চাকমা ও দিঘীনালা উপজেলা কমিটির সভাপতি বিধান চাকমা।

স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, অনিমেষ চাকমা সমাজ ও জাতির জন্য একজন প্রতিশ্রুতিশীল নেতা ছিলেন। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে তিনি সব সময় সোচ্চার ভূমিকা পালন করে গেছেন।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, হত্যাকান্ডের এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রশাসন এখনো খুনীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং খুনীরা প্রশাসনের নাকের ডগায় থেকে নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা খুনীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ২১ মে রাঙামাটির সুবলং ইউনিয়নের মিদিঙ্গাছড়িতে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অনিমেষ চাকমা সহ ৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে।

রাঙামাটিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় ইউপিডিএফের উদ্বেগ প্রকাশ

রাঙামাটি প্রতিনিধি:

রাঙামাটির শহরের কল্যাণপুরস্থ একটি পেট্রোল পাম্পের পাশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গত ২০ মে রবিবার বিকাল ৩:৪৫টার সময় এ ঘটনা ঘটে। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

জানা যায়, জেএসএস সন্তু লারমা সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৭তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১১জন ছাত্র আহত হয়। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মংচিং মারমা নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। সে কাপ্তাই সুইডিশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের ছাত্র। এছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় ৩জনকে ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা কিভাবে ঘটেছে বা কারা ঘটিয়েছে তা এখনো জানা যায় নি। তবে, পুলিশের একটি সূত্র দাবী করেছে বোমাটি যেখানে বিস্ফোরিত হয়েছে সেখানে অবস্থানরত কারো শরীরে বা ব্যাগে বোমাটি রক্ষিত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরিত বোমাটি দূর থেকে ছোড়া হয়েছে বা উক্ত স্থানে পুতে রাখা হয়েছে এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি। যদি দূর থেকে বোমাটি ছুড়া হতো তাহলে তা মাটিতে পড়ে বিস্ফোরিত হতো, আবার যদি মাটির নীচে পুতে

২য় পাতায় দেখুন

টেকনাফে চাকমা পল্লীতে পুলিশ-ভূমি দস্যুর যৌথ

৩য় পাতার পর

গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে।

হামলার ফলাফল উল্লেখ করে তদন্ত শেষে দেয়া বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, হামলায় মোট ১১ জন চাকমা আহত হয়। কয়েকজন নারীর শ্লীলতাহানি করা হয়। উথোয়াইং চাকমা নামে ৭-৮ মাসের গর্ভবতী মহিলাকে নির্যাতন করা হলে তার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাত হয়। তার স্বামীকে পুলিশ আটক করে। এ ছাড়া মংলাইমে চাকমাকে কোমড়ে লাথি মারলে তার প্রসব বেদনা শুরু হয় ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তার সন্তানের জন্ম হয়।

এছাড়া ১৮ বছরের যুবতী শান্তি চাকমার কোমড়ে ও পায়ে আঘাত করা হয়। গৃহিনী উথোয়েইং চাকমা (বয়স ৪৫) জানান তাকে হামলাকারীরা লাথি মারে। এ সময় তার সামনে ৮৫ বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ীকেও নির্যাতন করা হয়। তিনি তার শাশুড়ীকে না মেরে তাকে মারার জন্য কাকুতি মিনতি করলে তবেই তারা রেহাই দেয়।

থিয়াচিং চাকমা, ৫৫, বলেন "তারা আমাদের বাড়ীর দরজায় ধুমধাম লাথিপেটা করতে থাকলে আমি দরজা খুলে দিই। এরপর তারা আমাকে লাঠি দিয়ে পেটায়। হামলাকারীরা আমার ১৫ বছরের কিশোরী মেয়ে মাছমাচিং তুমিকেও নির্যাতন করে।" তদন্ত টিম সুমির শরীরের স্পর্শকাতর অংশ আঘাতের চিহ্নিত দেখতে পায়।

হামলার সময় অর্থ লুটপাট, সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও বৌদ্ধমূর্তি অবমাননার অভিযোগ পাওয়া গেছে। থিয়াচাং চাকমা স্বামী-থোয়াইংচা চাকমা ইউপিডিএফের তদন্ত দলের কাছে অভিযোগ করে বলেন, তার বাড়ির আলমিরা ভেঙে ৮৫ হাজার টাকা লুট করা হয়, এছাড়া ১২ আনা সোনার চেইন, কানফুল, আংটি ও তার মেয়ের সিন্দুক ভেঙে ৫ হাজার টাকা লুট করা হয়েছে।

এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের ব্যবহৃত দা ও গাছ কাটার করাত যন্ত্র হামলাকারীরা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আকিউ চাকমা জানান, তাদের বাড়ির ২ টি দা ও একটি করাত যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়। থোয়াইনচা চাকমা জানান, তার ৭টি দা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে ঘরে একটি দা'ও অবশিষ্ট নেই। মথি চাকমার (স্বামী কালাউ চাকমা) বাড়ি থেকে ৬ টি দা ও একটি করাতযন্ত্র হামলাকারীরা লুট করে নিয়ে যায়।

থিয়াচাং চাকমা জানান আক্রমণকারীরা তার বাড়িতে ঢুকে বুদ্ধ মূর্তি রাখার আসন হতে বুদ্ধ মূর্তি মাটিতে ফেলে দেয়।

বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘুরে তদন্ত টিম দেখেছে পায় বাড়িঘরের হাড়িপাতিল ভেঙে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় পুলিশ ৪ জন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। তাদেরকে এখনো জেলে আটক রাখা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন উথোয়াইন চাকমা, সাথোক জোসাইং চাকমা, চথোয়াইন চিং চাকমা ও অংজো চাকমা। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩/৩৪১/২২৪/২২৫/১৮৬/৩৩২/৩৩৪/৩৫৩/৩০৭ ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ ৩ জন বাঙালিকেও আটক করেছে। এরা হলেন মো: শফীক, হেলাল উদ্দীন ও কাসের হোসেন।

বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তারা বলেন, এলাকায় এখনো থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এলাকার লোকজন ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। রাত হলেই এলাকা পুরুষশূন্য হয়ে যায়। আমতলী গ্রামে সাত জন প্রাইমারি ও হাই স্কুলের ছাত্র এখনো ভয়ে স্কুলে যেতে পারছে না।

এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মংজোয়া চাকমা জানান এলাকায় বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। কাজ করার লোকজন পালিয়ে থাকার কারণে চাষাবাদের কাজ চলছে না। কাজের সময় ঘরবাড়ি মেরামতের লোকজনও পাওয়া যাচ্ছে না।

তদন্ত টীমের মূল্যায়ন ও দাবি:

১. তদন্ত টীম মনে করে প্রশাসন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। ২৯ ও ৩০ মে আসামী ধরার নামে পুলিশ বাহিনী ভূমিদস্যু আব্দুল হকের দলবলসহ আমতলী গ্রামে যে হামলা চালানো হয়েছে তাতে পুলিশ ভূমিদস্যুদের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তদন্ত টিম পুলিশের এ আচরণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

২. তল্লাশীর নামে গ্রামে যে লুটপাট চালানো হয়েছে তাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক। ভূমিদস্যুদের সহায়তা নিয়ে গ্রামের চাকমা জনগণের প্রতি যে হামলা ও লুটপাট এবং নারীর শ্লীলতাহানি হয়েছে তার সুষ্ঠু বিচার ও তদন্তপূর্বক দোষী পুলিশ সদস্য, আব্দুল হক ও তার দলবলের বিচার ও শাস্তি দাবি করছে।

৩. গ্রামের লোকজনের বিরুদ্ধে যে মামলা প্রদান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বলে তদন্ত টিম মনে করে। গ্রামের লোকজনের বিরুদ্ধে করা সকল ধরণের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য তদন্ত টিম সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। মামলার আসামী ধরার নামে লোকজনকে হয়রানী না করার জন্যও টিম দাবি জানাচ্ছে।

৪. টেকনাফ এলাকার চাকমা জাতিসত্তার লোকজন নানাভাবে প্রভাবশালী মহলের দ্বারা জমি হারাচ্ছে। দেখা গেছে এলাকার প্রভাবশালীরা মামলা-পুলিশী হয়রানী ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের ভূমি আত্মসাৎ করছে। চাকমা সম্প্রদায়ের ভূমি যাতে জবরদখল করে ও জোরপূর্বক প্রভাবশালীরা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য প্রশাসনের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৫. চাকমা জাতিসত্তার জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

হামলার বিচারের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন: কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের আমতলী চাকমা পল্লীতে ভূমি দস্যু আব্দুল হক বাহিনী ও পুলিশের যৌথ হামলার বিচারের দাবিতে উখিয়া-টেকনাফের ১২টি চাকমা গ্রামের জনগণ কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে।

গত ৬ জুন বুধবার সাড়ে ১২ টায় টেকনাফের অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে এলাকাবাসীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ওয়াক চাকমা। এ সময় সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সংগঠক চয়ন সিং তঞ্চঙ্গ্যা ও কক্সবাজার জেলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি ও পরিবেশ আন্দোলনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি মো: নুরুল ইসলাম। মানববন্ধনে প্রায় ১৫০ জন এলাকার নারী-পুরুষ অংশ নেন।

এদিকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা

শেষ পাতার পর

জায়গা-জমি কিনেছে, বন্দোবস্তি নিয়েছে। কি পরিমাণ জায়গা বেদখল হয়ে তা পরিসংখ্যান দেখলেই চমকে উঠতে হয়। কাজেই আমাদের হাতে এখন আর তেমন জমি নেই। ত্রুটিপূর্ণ আইন ও সরকারের আন্তরিকতার অভাবের কারণেই এটা হয়েছে। সরকার চাই না পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকুক। কিন্তু সরকারের এটা মনে রাখা দরকার যে, ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের যে অধিকারগুলো রয়েছে সে অধিকারগুলো হরণ করার ক্ষমতা সরকারের নেই।

বর্তমান ভূমি কমিশন দিয়ে ভূমি সমস্যা সমাধান না উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ভূমি কমিশনের বর্তমান আইনের দ্বারা যদি বিচার কাজ চালানো হয় তাহলে সব জমি আমাদের বেহাত হয়ে যাবে। কারণ এই আইনটা আমাদের কেথায়ে নয়। এই আইন আমাদের স্বার্থ, আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে না।

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করে এর অগণতান্ত্রিক চরিত্র বাদ দেয়া, ২(ছ) ধারায় 'প্রচলিত আইন ও রীতি'র ব্যাখ্যা আরো সুস্পষ্ট করা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সহজ করার জন্য কেবলমাত্র ভারত প্রত্যাগত ও আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ শরণার্থীসহ ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদেরকে ভূমি কমিশনে আবেদনের সুযোগ দেয়া, ভূমি কমিশন আইনের ৬(গ) ধারা প্রয়োগ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পুনর্বাসিত বাঙালি সেটেলারদেরকে সমতলে জীবিকার নিশ্চয়তাসহ পুনর্বাসন করা, ভূমি কমিশনের সদস্য হিসেবে হেডম্যান ও কার্বারীদের অন্তর্ভুক্ত করা, বন ও ভূমির ওপর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেয়া।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের শুনানী

৮ম পাতার পর

বাজার প্রদক্ষিণ করে বাস স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক রবিন ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি অপরাজিতা খীসা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বিবর্তন চাকমা।

গুইমারা: মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেট থেকে বেলা ২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার উক্ত বিদ্যালয় গেটে গিয়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি সুমন্ত ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি কাইংলাচিং মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি লক্ষসেন ত্রিপুরা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর ত্রিপুরা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক চিত্রজ্যোতি চাকমা সমাবেশে উপস্থাপনা করেন।

কুদুকছড়ি: রাঙামাটি জেলা সদরের কুদুকছড়িতে দুপুর সাড়ে ১২টায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিনয় চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, এবং সাপছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শিমুল বিকাশ চাকমা, দিলাছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা ও কুদুকছড়ি এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বী প্রাণতোষ চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা ও উপস্থাপনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা। এছাড়া এসময় কুদুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সন্তু বিকাশ চাকমা ও বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রমোদ খীসা সমাবেশে উপস্থিত থেকে সংহতি জ্ঞাপন করেন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয় প্রবেশ মুখে গিয়ে শেষ হয়।

নান্যাচর: বিকাল ২টায় রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলা সদরের বিশ্রামাগার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে উপজেলা সদরের কাছাকাছি পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। এসময় পুলিশ ব্যানার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ফলে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা বক্তব্য রাখেন।

কাউখালী: রাঙামাটির কাউখালীতে বিকাল ৩টায় উপজেলা খেলোয়াড় সমিতি মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে গোটা পাড়া ঘুরে আবার খেলোয়াড় সমিতি মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)এর কাউখালী ইউনিটের প্রতিনিধি অমি বিকাশ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কাউখালী উপজেলা শাখার সভাপতি অর্জন দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য স্বপন মারমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা।

বাঘাইছড়ি: রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলা মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাঘাইছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে চৌমুহনী শাপলা চত্বরে গিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বঙ্গলতলী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক লক্ষী মিত্র চাকমার উপস্থাপনায় এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অজস চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি অটল চাকমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা থানা শাখার নতুন কমিটি গঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা থানা শাখার ২য় কাউন্সিল শেষে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সুইচিং মারমাকে সভাপতি, চিত্র জ্যোতি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও পুষ্প কুসুম চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

গত ১৪ জুন বৃহস্পতিবার গুইমারা টাউন হলে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পুলিশ ও সেনাবাহিনী বাধা দেয়। ফলে দুপুর ১টায় রামেসু বাজারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুমন্ত ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার আহ্বায়ক লক্ষসেন ত্রিপুরা। প্রবীর ত্রিপুরা সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশের পর একটি মিছিল গুইমারা বাজার যেতে চাইলে পুলিশ রামেসু বাজারের পার্শ্ববর্তী ব্রিজের কাছে আটকিয়ে দেয়। ফলে মিছিলটি সেখানেই শেষ করা হয়।

কল্পনা চাকমা অপহরণের

শেষ পাতার পর

দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। একতরফা ও অবৈধ শুনানী কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এ কাজটি করার চেষ্টা করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী ও সরকারের এ প্রচেষ্টা কিছুতেই সফল হতে দেবে না।

বক্তারা নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লে: ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার তাই করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। বক্তারা আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালি চরণ চাকমা বলেন, লে: ফেরদৌস কর্তৃক আমার বোনকে অপহরণের পর সরকার যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল তা ছিল কেবল লোক দেখানো। যদি তাই না হতো তাহলে ১৬ বছরেও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো না কেন? তিনি শেখ হাসিনার কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, পাহাড়ি মেয়ে হওয়ার কারণেই কি আমার বোন কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লে: ফেরদৌসের বিচার হচ্ছে না? তিনি কল্পনা অপহরণ সহ এ যাবৎ যে সকল নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তার বিচার দাবি করেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও চিহ্নিত অপহরণকারী লে:ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিচার, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা, পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সভা, সমাবেশ, মিছিল মিটিংএর ওপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ও সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল বন্ধ করা, নারী নির্যাতন বন্ধ এবং এ যাবৎ সংঘটিত সকল ধর্ষণের বিচার ও ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা ক্যাম্প ও সেটলার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে।

উল্লেখ্য, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা ১৯৯৬ সালের ১২ জুন রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার নিউ লাল্যা ঘোনা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকারে তৎকালীন কজইছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার লে: ফেরদৌস ও তার কিছু সহযোগি কর্তৃক অপহৃত হন। অপহরণের পর থেকে তার আর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

লংগদুতে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মিছিল

লংগদুতে পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ

রাঙামাটির লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের উল্টোছড়ি গ্রামের মৃত জ্যোতিষ চন্দ্র চাকমার ১১ বছরের শিশু কন্যা ও উল্টোছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী সুজাতা চাকমাকে ইব্রাহীম কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারী ইব্রাহীমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে খাগড়াছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ১০ মে বৃহস্পতিবার এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর বাজার থেকে বেলা পৌনে ২টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি শাপলা চত্বরের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ চেঙ্গী স্কোয়ারে বাধা দেয়। ফলে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রিনা চাকমা, দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রু সি মারমা। সমাবেশ শেষে আবারো বিয়েড মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার থেকে স্বনির্ভরে গিয়ে শেষ হয়।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তারা বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে সাহস পাচ্ছে। কিছুদিন আগেও লংগদুর গুলশাখালীতে এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের পর কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনায়ও জড়িত কাউকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি।

বক্তারা সুজাতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যাকারী ইব্রাহীমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, পরবর্তীতে যাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুজাতা পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

ঘটনার প্রতিবাদে পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি, বাঘাইছড়ি ও নান্যাচরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ মে বুধবার বিকাল আড়াইটা তিনটার দিকে ৬ বছর বয়সী একটি শিশুকে সাথে নিয়ে সুজাতা চাকমা উল্টোছড়ি গ্রাম থেকে আধা কিলোমিটার দূর থেকে গরু আনতে গেলে সেটলার মোঃ ইব্রাহিম সুজাতাকে জোর করে একটি ছড়ার উপরের দিকে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় তার সাথে থাকা শিশুটি গ্রামে ছুটে এসে গ্রামের লোকজনকে খবর দেয়। লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে ইব্রাহীম সুজাতাকে ধর্ষণের পর কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে গ্রামের লোকজন বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে সুজাতা চাকমার লাশ উদ্ধার করে।

বান্দরবানে ইউপিডিএফ নেতা ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাসহ ২ জন গ্রেফতার, পরে জামিনে মুক্তি লাভ

বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর বান্দরবান জেলা প্রধান সংগঠক ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা(৪০) পিতা শশী কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বান্দরবান জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জলমনি তঞ্চঙ্গ্যা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারের পর জেল থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন।

গত ১১ মে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় বান্দরবান সদরের বালাঘাটার নিজ বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর তাদেরকে বান্দরবান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থেকে পরদিন তাদেরকে বান্দরবান জেল হাজতে পাঠায় পুলিশ।

ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বান্দরবান আসনে এমপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

গ্রেফতারের আগের দিন অর্থাৎ ১০ মে বৃহস্পতিবার রাতে জেএসএস(সন্তু)-এর লেলিয়ে দেয়া একদল সন্ত্রাসী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পোস্টার লাগানোর নাম করে বান্দরবান সদরের বালাঘাটায় গিয়ে ইউপিডিএফ কর্মী শুভমনি তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় এলাকাবাসী তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসলে এলাকাবাসীর সাথে ২য় পাতায় দেখুন

কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৬তম বার্ষিকীতে কুদুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৬তম বার্ষিকীতে রাঙামাটির কুদুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে হিল উইমেন্স ফেডারেশন। "আসুন, কল্পনা অপহরণকারীসহ সকল নারী নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলি" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে অবিলম্বে কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ১২ জুন মঙ্গলবার সকাল ১১টায় রাঙামাটি জেলা সদরের কুদুকছড়ি বাজারের পার্শ্ববর্তী বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রতিনিধি কাইলাচিং মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা, দিঘীনালা নারী সমাজের প্রতিনিধি শান্তি প্রভা চাকমা ও কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালী চরণ চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মন্ত্রী চাকমা ও উপস্থাপনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান।

বক্তারা বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৬বছর অতিক্রান্ত হলেও চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের আজ পর্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সরকার অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আদরের সন্তানের মতো লালন পালন করছে। অপরাধীদের বিচার না হওয়ার ফলে সেনা-সেটলার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে মা-বোনেরা প্রায় সময়ই নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

বক্তারা বলেন, শিশু, স্কুলছাত্রী থেকে শুরু করে কোন বয়সের নারীই আজ কোনখানে নিরাপদ নয়। এ কয়েক মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬ পাহাড়ি নারী ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া একজন ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার ও অপর একজন অপহৃত হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নারী নির্যাতন, খুন, গুম ও অপহরণ ঘটনা বৃদ্ধি পেলেও সরকার এসব বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের পাশাপাশি পাহাড়ি জনগণকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের নানা চক্রান্ত চলছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে এসব হচ্ছে। সরকার ভূমি কমিশনের বিতর্কিত চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে দিয়ে আমাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি, জায়গা-জমি সেটলারদের দিয়ে ৭ম পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা, বিতর্কিত ভূমি কমিশন ও জনগণের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা, বিতর্কিত ভূমি কমিশন ও জনগণের ভূমিকা" শীর্ষক এক সেমিনার খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ এ সেমিনারের আয়োজন করে।

'ভূমি আমাদের অস্তিত্ব, ভূমি আমাদের জীবন' শ্লোগানে গত ২২ মে বুধবার বিকাল ২:৩০টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নারাঙ্খিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সভাপতি ও মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি অজিত বরণ চাকমা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক কিরণ মারমা, হেডম্যান এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক স্বদেশ প্রীতি চাকমা, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা প্রমুখ। সেমিনারে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা, বিতর্কিত ভূমি কমিশন ও জনগণের ভূমিকা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নেতা মিঠুন চাকমা। সেমিনারে ভূমি বেদখলের শিকার দিঘীনালা কলেজের প্রভাষক রিমি চাকমা, মাইসছড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা সাচু মারমা ও অমলেন্দু চাকমা তাদের ভূমি হারানোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা হচ্ছে জুম্মদের ভূমি অধিকার হারানোর সমস্যা, ভূমি বেহাত হয়ে যাওয়ার সমস্যা এবং জুম্মদেরকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে বিতাড়িত করার সমস্যা। কাজেই এ সমস্যা সাধারণ সমস্যা নয়। এ সমস্যা হচ্ছে আমাদের জীবন মরণের সমস্যা। এ সমস্যা আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার সমস্যা। আমরা অনেক কিছু শেষ হয়ে গেছে। এখনো যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি তাহলে আমরা একেবারেই শেষ হয়ে যাবো।

বক্তারা আরো বলেন, ভূমি আমাদের প্রতীক এবং অস্তিত্বের প্রতীক। ভূমি না থাকলে আমাদের পরিচিতি থাকবে না, অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা নিশ্চিহ্ন হতে চাই না, অবলুপ্ত হতে চাই না, আমরা বেঁচে থাকতে চাই। কাজেই ভূমি সমস্যা নিয়ে আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে, একতাবদ্ধ হতে হবে।

বক্তারা বলেন, সরকার খাস জমির কথা বললেও পার্বত্য চট্টগ্রামে খাস জমি বলতে কোন কিছুই নেই। এখানকার সকল জমিই সামাজিক সম্পত্তি। আমাদের এই সম্পত্তির অধিকার হরণ করা হয়েছে। বেআইনীভাবে আমাদেরকে উচ্ছেদ করতে বিশেষ নীল নক্সা বাস্তবায়নের জন্য সরকার বাইরে থেকে লোকজন এনে আমাদেরকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

বক্তারা বলেন, সেটলারদের দিয়ে আমাদের জমি জবরদখল করা হয়েছে। তাদেরকে বেআইনীভাবে বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে। সেটলাররা ছাড়াও অসংখ্য লোক বাইরে থেকে এসে এখানে ৭ম পাতায় দেখুন

বরকলে সেটলার হামলায় একই পরিবারের তিন পাহাড়ি আহত

বরকল প্রতিনিধি, ৩১ মে ২০১২॥

রাঙামাটির বরকল উপজেলার ৩নং আইমাছড়া ইউনিয়নের আমতলা গ্রামের এক পরিবারের ৩ জন পাহাড়িকে পিটিয়ে আহত করেছে সেটলাররা। একই গ্রামের সেটলার বাঙালী আমির হোসেন (৪৫) তার দুই ছেলে মোঃ জসিম (২১) ও মোঃ ইব্রাহিম (১৮) এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আহতরা হলেন- বিরো কুমার চাকমা (৬০) তার ছেলে অমর কান্তি চাকমা (২৮) ও পুত্র বধূ সঙ্গীত মালা চাকমা(২৫)। অমর কান্তি চাকমা ও তার স্ত্রী সংগীত মালা চাকমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হলেও এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিরো কুমার চাকমা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে বিরো কুমার চাকমা থানায় অভিযোগ করেছেন।

এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিরো কুমার চাকমা তার ছেলে অমর কান্তি চাকমা ও পুত্রবধূ সঙ্গীত মালা চাকমা নিজেদের জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে একই এলাকার মোঃ আমির হোসেন তার ছেলে জসীম (২১) ও ইব্রাহিম (১৮) তিন জন মিলে তাদের অতর্কিতে লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ করে। এতে অমর কান্তি চাকমা ও তার স্ত্রী সঙ্গীত মালা চাকমা সামান্য আঘাত পেলেও মাথায়, ঘাড়ে ও পিঠে গুরুতর আঘাত পায় বীরো কুমার চাকমা। বর্তমানে তিনি উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কিশোর শাকিব জানায়, আমির হোসেন ও তার দুই ছেলে মিলে বীরো কুমার চাকমা তার ছেলে ও পুত্রবধূকে লাঠিসোটা ও কিলঘুষি মেরে আহত করে।

আহত বীরো কুমার চাকমা বলেন, ভূমিদস্যু আমির হোসেন ইতিমধ্যে আমার ধান্য জমি দখল করে নিয়েছে, এখন বেঁচে থাকার শেষ সম্বল সামান্য পাহাড় ভিটেমাটিও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ২য় পাতায় দেখুন